টপ্পা :—মধুর ভঙ্গী, কিন্তু যেন কালচার-মুক্তাদানার কণ্ঠী। জৌলুষ ওর কিছু থাকলেও লালিত্য তেমন নেই। সাঁচ্চা মতির হারের কাছে ওর পরাজয় ঘটে, অবশ্য ধনীর ঘরে ওর সামান্য কিছু মান আছে, ও একেবারেই ঝুটো নয়। ধ্রুপদ খেয়ালের মত গভীর রসসৃষ্টি ওর দ্বারা সম্ভব নয়। ওর দানাদার তানগুলো একঘেয়ে, একই ধরণের পুনরাবৃত্তি, প্রকৃতরস উপভোগ করা যায় না। যে রস ওর আছে তা আমাদের মনকে গভীরে নিয়ে যেতে পারে না। ওর জমকালো জরীর সাজ আমাদের হঠাৎ চমকে দেয়, কিন্তু মরমে পরশ লাগাতে পারে না। শোনা যায় আগে পাঞ্জাবের গ্রাম্য সঙ্গীতের মাঝেই ওর ঠাঁই ছিল, গ্রাম্য চালেই পাঞ্জাবের উষ্ট্রপালকেরা ওকে হৃদয়ে পালন করতো। বিবাহের অঙ্গ হিসাবে পাঞ্জাবী রমণীরা সকলে মিলেমিশে ওর সুপ্রিয়তা বজায় রাখতো। *

আজকের দিনের প্রচলিত এই টপ্পা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা অষ্টাদশের প্রথমদিকে চালু হয়েছে। পাঞ্জাবের শোরী মিঁয়া এর প্রভূত উন্নতি সাধন করে এতে রেরক মুরকের কায়দা ও ফিকরাবন্দীর চলন দিয়ে সাজিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দরবারে একে নিয়ে আসেন। টপ্পা, রাগের বাঁধনকে সর্বতোভাবে মেনে চলে, তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ঠাঁই পেয়েছে। তাছাড়া ওর নিজস্ব একটা ধরণ বা চলন আছে যেটা ওর আভিজাত্য বলে ও দাবী করতে পারে। এইসব কারণেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ও একটা আসন পেল, পেল না কোন উঁচু আসন, কেবল আসরে বসবার একটা অনুমতি পেল।

টপ্পা শোরী মিঞার নামে চালু হলেও এর প্রচলন-কর্তা আসলে গুলাম নবী রসুল, তিনি নিজের ছদ্ম নামে এটা চালু করেছিলেন। অনেকের ধারণা তাঁর প্রণয়িণীর নামেই তিনি এটি চালু করেন কিন্তু বর্তমানে জানা গেছে সেটিও ঠিক নয়। শোরী শব্দের অর্থ সুন্দর। আমরা ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে

টপ্পার নাম দেখতে পাই, সেটি তখন 'ডপ্পা' এই বিকৃত নামে চালু ছিল, তবে তার চলন আজকের দিনের টপ্পা থেকে কিছু ভিন্ন ধরণের ছিল। পাঞ্জাবী কবাল ঘরাণার খ্যাল গায়কদের ঘরেই এর জন্ম হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা। বাংলাদেশে ১৭১৫ খৃঃ স্বর্গীয় রামনিধি গুপ্ত বাংলা ভাষায় টপ্পা চালু করেন, যেটি নিধু বাবুর টপ্পা নামে আজও প্রচলিত। অনেকের ধারণা তিনি শোরী মিঞার নকল করেছিলেন, অনেকে বলেন যে তিনি শোরী মিঞার কোনও আত্মীয়ের বা ছাত্রের কাছে তালিম নিয়েছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

টপ্পা গানে আমরা পাঞ্জাবী ভাষার প্রয়োগ দেখতে পাই। যে সব রাগে খেয়াল গান তার স্বভাবিক স্ফূর্তি পেত না, যেমন ভৈরবী, কাফী প্রভৃতি ঠুংরী গানের উপযুক্ত সেই সব রাগেই সাধারণতঃ টপ্পার গান বাঁধা হত। এইসব রাগ খেয়ালের থেকে ভিন্ন ধরণের। রাগের চটুলতা, কোমলতা ও বিচিত্রতা দেখানোই টপ্পার বৈশিষ্ট্য। গম্ভীর প্রকৃতির রাগে টপ্পা তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে বলেই ঐ সব রাগে টপ্পার চলন নেই। দুটি মানুষের অন্তরের প্রেম ও বন্ধুত্বের বিষয় প্রভৃতির ভাব নিয়েই টপ্পার গান রচিত। কখনও কখনও ভগবানের কথা অথবা কিছু কাল্পনিক বিষয়ের রচনাও দেখা যায়। টপ্পার ভাষা পাঞ্জাবী একথা আগেই বলেছি, তালে পাঞ্জাবী তালই নানা রূপ ভেদে ব্যবহার করা হয়। এই টপ্পার সঙ্গে মিশে টপ্‌-খেয়াল সৃষ্টি হয়েছে। টপ্পাই ঠুংরীর প্রথম সোপান, তার আবিস্কারের উৎস। আজকের দিনে টপ্পার চলন নেই বললেই চলে।

(১) লখনৌ ঘরাণা ঃ—শোরী মিঞা থেকে এসেছে। শোনা যায় কবাল ঘরেও টপ্পা প্রচলিত ছিল, কিন্তু খেয়ালের প্রতি বিশেষ ঝোঁক থাকায় টপ্পাদার হিসাবে তাঁদের নাম পাওয়া যায় না।

(২) রামপুর ঘরাণা ঃ—আসরফ খাঁর শিক্ষাতেই সৃষ্টি হয়।

(৩) বনারস ঘরাণা ঃ—মনোহর ও পরসদ্দু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

(৪) বাংলা ঘরাণা ঃ—দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ঘরাণা গড়ে উঠে ইমাম বাঁদী ও রমজান খাঁর সাহায্যে এবং দ্বিতীয় ঘরাণা গড়ে ওঠে বেনারসের মিশ্র বংশের সহায়তায়।